বি এ এফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা – ২০২০

প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষা

(বাংলা ভার্সন)

বিষয় ঃ বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়

অধ্যায় ঃ ৩য় (বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন)

ক। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন।

১. ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো কোথায় রাখা হয়? প্রাচীন বা ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো আমাদের কেন সংরক্ষণ করা উচিত ৫ টি বাক্যে লিখ বা কেন শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন?

উত্তর ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো জাদুঘরে রাখা হয়। ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো সংরক্ষণ করা উচিত বা ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। কারণ -
ক. ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো থেকে আমাদের অতীতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে জানতে পারি।
খ. অতীত ও বর্তমান সময়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। গ. গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য। ঘ. অতীতের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির পরিচয় বহন করে।

২. মৌর্য আমলে মহাস্থানগড় কী নামে পরিচিত ছিল? এটি গুরুত্বপূর্ণ কেন? মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ৪ টি নিদর্শনের নাম লেখ।

উত্তর মৌর্য আমলে মহাস্থানগড় 'পুন্ড্রনগর' নামে পরিচতি ছিল।
খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে পরবর্তী পনের শত বছরের বেশি সময়কালের বাংলার ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করায় মহাস্থানগড় গুরুত্বপূর্ণ। মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ৪ টি নিদর্শন হলো ঃ
ক. প্রাচীন ব্রাহ্মী শিলালিপি। খ. পোড়ামাটির ফলক ও ভাস্কর্য। গ. ধাতব মুদ্রা ও পুঁতি। ঘ. ৩.৩৫ মিটার লম্বা খোদাই পাথর।

৩. সোনারগাঁও কোন নদীর তীরে অবস্থিত? এটি নদীর ধারে গড়ে ওঠার কারণ কী? সোনারগাঁও সম্পর্কে ৪ টি বাক্য লেখ।

উত্তর সোনারগাঁও মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত। নিরাপত্তা রক্ষা এবং বাণিজ্যের সুবিধার জন্য সোনারগাঁও নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল।
সোনারগাঁও সম্পর্কে ৪ টি বাক্য হলো ঃ
ক. সোনারগাঁও সতের শতকের ঐতিহাসিক নিদর্শন। খ. সোনারগাঁও প্রাচীন বাংলার মুসলমান সুলতানদের রাজধানী ছিল।
গ. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ১৯৭৫ সালে এখানে একটি লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন।
ঘ. উনিশ শতকে হিন্দু বণিকদের সুতা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে এখানে পানামনগর গড়ে ওঠে।

৪. প্রাচীন নিদর্শনগুলো কারা আবিষ্কার করেন? প্রাচীন/ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো পরিদর্শনের ৫ টি কারণ লেখ।

উত্তর প্রাচীন নিদর্শনগুলো প্রত্নতাত্ত্বিকরা আবিষ্কার করেন। ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো পরিদর্শনের ৫ টি কারণ হলো ঃ
ক. অতীতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা যায়। খ. পর্যটকরা এসব স্থান ভ্রমণ করে আনন্দ পাওয়ার পাশাপাশি অনেক কিছু জানতে পারে।
গ. ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো দেখে নিজেদের সমৃদ্ধ অতীত নিয়ে গর্বিত হওয়া যায়। ঘ. সচক্ষে দেখলে নিদর্শনগুলো সংরক্ষণের ব্যাপারে আগ্রহ বাড়ে। ঙ. কোন জাতি কতটা সমৃদ্ধ ছিল, তা ঐতিহাসিক নিদর্শন পরিদর্শনের মাধ্যমে জানা সম্ভব।

৫. ময়নামতি কোন জেলায় অবস্থিত? এই জায়গার নাম ময়নামতি হয়েছে কেন? ময়নামতি সম্পর্কে ৪ টি বাক্য লেখ।

উত্তর ময়নামতি কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত।
অষ্টম শতকের রাজা মানিক চন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতির নাম অনুসারে এই জায়গার নাম ময়নামতি হয়েছে।
ময়নামতি সম্পর্কে ৪ টি বাক্য হলো ঃ
ক. ময়নামতি ছিল বৌদ্ধ সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র। খ. এখানে হিন্দু ও জৈন ধর্মের ও নিদর্শন পাওয়া গেছে।
গ. এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আবাসন সুবিধাসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিদর্শন পাওয়া গেছে।
ঘ. এখানকার জাদুঘরে বিভিন্ন মুদ্রা ও পাথরের ফলকের নিদর্শন ও আছে।

৬। ফারহানা কুমিল্লা বেড়াতে গিয়ে বাবা-মার সাথে একটি ঐতিহাসিক স্থানে বেড়াতে গেল। ঐতিহাসিক স্থানটির নাম কী? এটি কোন সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল ? স্থানটিতে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলো সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখ।

উত্তর : ঐতিহাসিক স্থানটির নাম ময়নামতি। স্থানটি বৌদ্ধ সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। ময়নামতিতে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলো সম্পর্কে চারটি বাক্য হলো –
১। ময়নামতিতে হিন্দু ও জৈন ধর্মের নিদর্শন পাওয়া গেছে। ২। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থদের আবাসন সুবিধাসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিদর্শন পাওয়া গেছে। ৩। জীবজন্তু অঙ্কিত পোড়ামাটির বিভিন্ন ফলক পাওয়া গেছে। ৪। এখানকার জাদুঘরে বিভিন্ন মুদ্রা ও পাথরের ফলকের নিদর্শনও আছে।

৭। সুমী ঢাকায় চাচার বাসায় বেড়াতে এসে, পুরান ঢাকায় অবস্থিত মোঘল আমলে নির্মিত একটি কেল্লায় ঘুরতে গেল। বেড়াতে যাওয়া স্থানটির ঐতিহাসিক নাম কী? কোন নদীর তীরে অবস্থিত? এ কেল্লার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখ।

উত্তর : সুমীর বেড়াতে যাওয়া স্থানটির ঐতিহাসিক নাম লালবাগ কেল্লা।
লালবাগ কেল্লার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটি সম্পূর্ণ ইটের তৈরী।
লালবাগ কেল্লা সম্পর্কে চারটি বাক্য হলো –
১। ঢাকার দক্ষিণ-পশ্চিমে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ১৬৭৮ সালে লালবাগ দুর্গ নির্মান করা হয়।
২। দুর্গের মাঝখানে খোলা জায়গায় স্থানীয় মোঘল শাসকরা তাবু টানিয়ে বাস করতেন।
৩। দুর্গের দক্ষিণে গোপন প্রবেশপথ রয়েছে। ৪। এখানে একটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে।

৮। আহসানমঞ্জিল কোথায় অবস্থিত ? এটি কীভাবে হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেয়েছে ? এটি সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখ।

উত্তর : আহসান মঞ্জিল ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। জাদুঘর করার মাধ্যমে আহসান মঞ্জিল হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেয়েছে। আহসান মঞ্জিল সম্পর্কে চারটি বাক্য হলো –
১। মোঘল আমলে জামালপুর পরগনার জমিদার শেখ এনায়েতুল্লাহ এই প্রাসাদটি নির্মান করেন। ২। প্রাসাদটির উত্তর ও দক্ষিণে রয়েছে লম্বা বারান্দা।
৩। এছাড়া রয়েছে জলসা ঘর, দরবার হল ও রংমহল। ৪। বর্তমানে প্রাসাদটি জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

খ।	সঠিক শব্দ দিয়ে শুণ্যস্থান পূরণ কর।		
১.	পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের চারপাশে --- টি ভিক্ষুকক্ষ আছে।	২৪	মহাস্থানগড়ে প্রাচীন -------শিলালিপি পাওয়া গেছে।
২.	আহসান মঞ্জিল বাংলার --- রাজপ্রাসাদ।	২৫	খোদাই পাথর লম্বায় -------মিটার।
৩.	লালবাগদুর্গটি সম্পূর্ণ ----- তৈরি ।	২৬	উয়ারী ও বটেশ্বর হলো ------জেলার দুটি গ্রাম।
৪.	ময়নামতিতে ------ ফলক রয়েছে।	২৭	মৌর্য আমলের পূর্বের নিদর্শন হলো ----- ও -----।
৫.	উয়ারী বটেশ্বর হলো ----------।	২৮	উয়ারী ও বটেশ্বর সভ্যতাটি ----বানিজ্যের সাথে সম্পর্কিত ছিল।
৬.	পাহাড়পুর অবস্থিত-------	২৯	পাহাড়পুর ------- বিভাগের নওগাঁ জেলায় অবস্থিত।
৭.	সোমপুর বিহার -------- অবস্থিত।	৩০	পাহাড়পুরের উঁচু গড়টি '----------' নামে পরিচিত।
৮.	প্রাচীন বাংলার মুসলমান সুলতানদের রাজধানী ছিল ---।	৩১	পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের চারপাশে ------- ভিক্ষুকক্ষ আছে।
৯.	সোনারগাও --------- জেলায় অবস্থিত।	৩২	কুমিল্লা শহরের কাছে --------- অবস্থিত।
১০.	সোনারগাঁও -------- রাজধানী ছিল।	৩৩	ময়নামতিতে ------- সভ্যতার অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে।
১১.	লোকশিল্প জাদুঘরটি বাংলাদেশের অন্যতম ------ কেন্দ্র	৩৪	লালবাগ কেল্লায় একটি -------- গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ আছে।
১২.	ফরাসি বণিকগণ ছিলেন আহসান মঞ্জিলের ---------।	৩৫	লালবাগকেল্লা -------শতকের ঐতিহাসিক নিদর্শন।
১৩.	------- সালের ঘুর্ণিঝরেড় আহসান মঞ্জিল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	৩৬	সোনারগাঁও -------- জেলায় মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত।
১৪.	মহাস্থানগড় ----- আমলে পুন্ড্রনগর নামে পরিচিত ছিল।	৩৭	সোনারগাঁও প্রাচীন বাংলার ----------রাজধানী ছিল।
১৫.	'খোদাই পাথর ' লম্বায় ------- মিটার।	৩৮	গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের ------রয়েছে সোনারগাঁও-এ।
১৬.	উয়ারী ও বটেশ্বর সভ্যতাটি ------- বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত ছিল।	৩৯	----সালে সোনারগাঁও-এর পরিবর্তে ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করা হয়।
১৭.	লালবাগ কেল্লায় একটি ----- গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ আছে।	৪০	সুতা বানিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে সোনারগাঁওয়ে ---- গড়ে ওঠে।
১৮.	--- সালে বাংলাদেশ সরকার আহসান মঞ্জিল তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেয়।	৪১	----জাদুঘরটি বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র।
১৯.	--- পুত্র শাহাজাদা মোহাম্মদ আযমশাহ লালবাগ কেল্লা দুর্গটি নির্মান করেন।	৪২	ঢাকার ------নদীর তীরে --------সালে লালবাগ কেল্লা নির্মিত হয়।
২০.	লালবাগ দুর্গের মাঝখানে খোলা জায়গায় ---- শাসকগণ তাঁবু টানিয়ে বসবাস করতেন।	৪৩	লালবাগ দুর্গটি সম্পূর্ণ --------তৈরী।
২১	মহাস্থান গড় মৌর্য আমলে -------নামে পরিচিত ছিল।	৪৪	আহসান মঞ্জিল বাংলার ------রাজপ্রাসাদ ছিল।
২২	বগুড়া শহর থেকে প্রায় ----উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে মহাস্থানগড় অবস্থিত।	৪৫	১৮৩০ সালে ----ফরাসিদের নিকট থেকে আহসান মঞ্জিল ক্রয় করেন।
২৩	বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার উত্তরে ------নদীর তীরে মহাস্থানগড় অবস্থিত।	৪৬	--- সালে বাংলাদেশ সরকার আহসান মঞ্জিল তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেয়।

উত্তরমালা ঃ

১.	১৭৭ টি
২.	নবাবদের
৩.	ইটের
৪.	জীবজন্তু অঙ্কিত
৫.	নরসিংদী জেলার দুটি গ্রাম
৬.	নওগাঁজেলায়
৭.	পাহাড়পুরে
৮.	সোনারগাঁয়ে
৯.	নারায়গঞ্জ
১০.	মুসা খাঁর
১১.	পর্যটন
১২.	ক্রেতা
১৩.	১৯৮৮
১৪.	মৌর্য
১৫.	৩.৩৫ মিটার
১৬.	সমুদ্র
১৭.	তিন
১৮.	১৯৮৫
১৯.	আওরঙ্গজেবের
২০.	মুঘল
২১.	পুণ্ড্রনগর
২২.	১৮ কিলোমিটার
২৩.	করতোয়া
২৪.	ব্রাহ্মী

২৫.	৩.৩৫
২৬.	নরসিংদী
২৭.	উয়ারী ও বটেশ্বর
২৮.	সমুদ্র
২৯.	রাজশাহী
৩০.	সোমপুর মহাবিহার
৩১.	১৭৭টি
৩২.	ময়নামতি
৩৩.	বৌদ্ধ
৩৪.	তিন
৩৫.	সতের
৩৬.	নারায়নগঞ্জ
৩৭.	মুসলমান সুলতানদের
৩৮.	মাজার
৩৯.	১৬১০
৪০.	পানাম নগর
৪১.	লোকশিল্প
৪২.	বুড়িগঙ্গা, ১৬৭৮
৪৩.	ইটের
৪৪.	নবাবদের
৪৫.	খাজা আলিমুল্লাহ
৪৬.	১৯৮৫

অধ্যায় ঃ ৩য় (বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন)

১।	বাম পাশের বাকাংশের সাথে ডান পাশের বাকাংশের মিল কর।		
ক.	অষ্টম শতকের রাজা মানিক চন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতির কাহিনী	i	কাছে ময়নামতি অবিস্থত।
খ.	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে কুমিল্লা শহরের	ii	কেন্দ্র ছিল।
গ.	ময়নামতিতে বৌদ্ধ সভ্যতার অন্যতম	iii	পাথরের ফলকের নিদর্শন আছে।
ঘ.	ময়নামতিতে হিন্দু ও জৈন ধর্মের ও	iv	মহাস্থান গড়ের সাথে জড়িত।
ঙ.	ময়নামতির জাদুঘরে বিভিন্ন মুদ্রা ও	v	সোনারগাঁও রয়েছে।
		vi	নিদর্শন পাওয়া গেছে।
		vii	ময়নামতির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত।

২।	বাম পাশের বাকাংশের সাথে ডান পাশের বাকাংশের মিল কর।		
ক.	শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ১৯৫৭ সালে	i	বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র।
খ.	লোকশিল্প জাদুঘরটি	ii	সোনারগাঁও এ লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করনে।
গ.	ঢাকার দক্ষিণ-পশ্চিমে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে	iii	শেষ করতে পারেন নি।
ঘ.	আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহাজাদা মোহাম্মদ আযম শাহ লালবাগ কেল্লার নির্মান কাজ শুরু করলেও	iv	তাঁবু টানিয়ে বসবাস করতেন।
ঙ.	লালবাগ দুর্গের মাঝখানে খোলা জায়গায় মুঘল শাসক গণ	v	অভ্যন্তরীন সাজসজ্জা অসমাপ্ত আছে।
		vi	মৃত্যুবরণ করেন।
		vii	১৬৭৮ সালে লালবাগ কেল্লা নির্মান করা হয়।

৩।	বাম পাশের বাকাংশের সাথে ডান পাশের বাকাংশের মিল কর।		
ক.	পাহাড়পুর বিহার অবস্থিত	i	পনেরশত বছরের
খ.	সোমপুর বিহারের উচ্চতা	ii	নরসিংদী জেলায়
গ.	মানিকচন্দ্রের স্ত্রী	iii	নওগাঁ জেলায়
ঘ.	মহাস্থানগড় সাক্ষ্য বহন করে	iv	২৪ মিটার
ঙ.	উয়ারি- বটেশ্বর অবস্থিত	v	নারায়নগঞ্জ জেলায়
		vi	ময়নামতি
		vii	সমুদ্র বাণিজ্যের সাথে

উত্তরমালা

(১) ঃ ক + vii, খ + i, গ + ii, ঘ + vi, ঙ + iii
(২) ঃ ক + ii, খ + i, গ + vii, ঘ + iii, ঙ + v
(৩) ঃ ক + iii, খ + iv, গ + vi, ঘ + i, ঙ + ii

ক।	সংক্ষেপে উত্তর দাও।
১.	বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শনগুলো থেকে আমরা কী জানতে পারি?
উত্তর	বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শনগুলো থেকে আমরা অতীতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে জানতে পারি।
২.	লোকশিল্প জাদুঘর কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর	জয়নুল আবেদীন ১৯৭৫ সালে লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন।
৩.	মহাস্থানগড় কোথায় অবস্থিত?
উত্তর	মহাস্থানগড় বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত?
৪.	মহাস্থানগড়ে কোন শিলালিপি পাওয়া গেছে?
উত্তর	মহাস্থানগড়ে প্রাচীন ব্রাহ্মী শিলালিপি পাওয়া গেছে।
৫.	উয়ারী ও বটেশ্বর কোন জেলার পাশাপাশি দুইটি গ্রাম?
উত্তর	উয়ারী ও বটেশ্বর নরসিংদী জেলার পাশাপাশি দুইটি গ্রাম।
৬.	কত সালে এবং কোথায় লালবাগ কেল্লা নির্মান করা হয়?
উত্তর	১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার দক্ষিণ-পশ্চিমে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে লালবাগের কেল্লা নির্মান করা হয়।
৭.	লালবাগের দুর্গে কার মাজার আছে?
উত্তর	লালবাগের দুর্গে শায়েস্তা খানের কন্যা পরীবিবির মাজার আছে।
৮.	ময়নামতি কে ছিলেন?
উত্তর	রাজা মানিক চন্দ্রের স্ত্রীর নাম ময়নামতি।
৯.	আহসান মঞ্জিল কে তৈরি করেন?
উত্তর	মুঘল আমলে বরিশালের জামালপুর পরগনার জমিদার শেখ এনায়েতুল্লাহ আহসান মঞ্জিল তৈরি করেন।
১০.	ঢাকার আহসান মঞ্জিল কীভাবে হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেয়েছে?
উত্তর	ঢাকার আহসান মঞ্জিল জাদুঘর করার মাধ্যমে হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেয়েছে।
১১.	দুইটি প্রাচীন নিদর্শনের নাম লেখ।
উত্তর	দুইটি প্রাচীন নিদর্শনের নাম হলো ঃ (ক) মহাস্থানগড় ও (খ) উয়ারী বটেশ্বর।
১২.	সোনারগাঁওয়ের পরিবর্তে ঢাকার রাজধানী স্থান করা হয় কেন?
উত্তর	১৬১০ সালে এক যুদ্ধে ঈসা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ পরাজিত হওয়ার পর সোনারগাঁওয়ের পরিবর্তে ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করা হয়।
১৩.	পানাম নগর কেন গড়ে উঠেছিল?
উত্তর	ঊনিশ শতকে হিন্দু বণিকদের সুতা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে সোনারগাঁওয়ে পানাম নগর গড়ে ওঠে।
১৪.	এমন দুইটি ঐতিহাসিক নিদর্শনের নাম লেখ একটি সতের ও আরেকটি আঠারো শতকে প্রতিষ্ঠিত।
উত্তর	এমন দুইটি ঐতিহাসিক নিদর্শন যার একটি সতের ও আরেকটি আঠারো শতকে প্রতিষ্ঠিত সেগুলো হলো - ক. সোনারগাঁও - সতের শতক খ. আহসান মঞ্জিল - আঠারো শতক।
১৫.	শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদী সোনারগাঁয়ে লোকশিল্প জাদুঘর তৈরি করেছিলেন কেন?
উত্তর	দেশীয় শিল্প নিয়ে গর্ব করার জন্য।
১৬.	বৌদ্ধ সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল কোনটি? এখানে আর কোন ধর্মের নির্দশন পাওয়া গেছে?
উত্তর	বৌদ্ধ সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল ময়নামতি। এখানে হিন্দু ও জৈন ধর্মের নিদর্শন পাওয়া গেছে।
১৭.	১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে একটি দুর্গ নির্মান করা হয়। দুর্গটি কিসের তৈরি?
উত্তর	দুর্গটি সম্পূর্ন ইটের তৈরি।
১৮.	মহাস্থানগড় কত বছরের সাক্ষ্য বহন করে?
উত্তর	মহাস্থানগড় পনেরশত বছরের সাক্ষ্য বহন করে।
১৯.	মৌর্য আমলে মহাস্থানগড় কী নামে পরিচিত ছিল?
উত্তর	মৌর্য আমলে মহাস্থানগড় পুন্ড্রনগর নামে পরিচিত ছিল

২০.	গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের মাজার কোথায়?
উত্তর	গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের মাজার নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁয়ে অবস্থিত।

অধ্যায় ঃ ৫ম (জনসংখ্যা)

ক।	কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন
১.	অধিক উৎপাদনের মাধ্যমে আমাদের দেশের জনগণ কীভাবে উপকৃত হতে পারে?
উঃ	**অধিক খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে আমাদের দেশের জনগণ যেভাবে উপকৃত হতে পারে তা হলোঃ** (১) অধিক খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে বর্তমানে আমরা সকলের জন্য খাদ্য উৎপাদন করতে সক্ষম। (২) আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে অতিরিক্ত খাদ্য বিদেশে রপ্তানি করতে পারব। (৩) অতিরিক্ত খাদ্য বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে দেশের কৃষকগণ লাভবান হবেন। (৪) অতিরিক্ত খাদ্য বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি সামগ্রিকভাবে উপকৃত হবে। (৫) অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে আমাদের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বাড়বে।
২.	শ্রমশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে আমরা কীভাবে উপকৃত হতে পারি?
উঃ	**শ্রমশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে আমরা যেভাবে উপকৃত হতে পারি তা হলো ঃ** (১) শ্রমশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। (২) শ্রমশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারি। (৩) শ্রমশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে আমরা বেকারত্ব দূর করতে পারি। (৪) শ্রমশক্তি রপ্তানি দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করবে। (৫) বিদেশে কর্মরত ব্যক্তির উপার্জিত অর্থ পরিবারের আর্থিক চাহিদা পূরণ করে।
৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা কীভাবে উপকৃত হতে পারি?
উঃ	**কারিগরি প্রশিক্ষণ বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা যেভাবে উপকৃত হতে পারি তা হলো ঃ** (১) কারিগরি প্রশিক্ষণ দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সহায়তা করে। (২) দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমে মূলধন ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা সম্ভব। (৩) দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। (৪) দক্ষ শ্রমশক্তি দেশের শিল্প বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (৫) মূলত একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হলো দক্ষ জনশক্তি।
৪.	মৌলিক চাহিদা কী? এটি পূরণ করা প্রয়োজন কেন? মৌলিক চাহিদার ওপর অধিক জনসংখ্যার ৪ টি প্রভাব লেখ।
উঃ	সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য যেসব চাহিদা অপরিহার্য তাকে মৌলিক চাহিদা বলে। সুন্দরভাবে জীবন যাপন করার জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণ করা প্রয়োজন। **মৌলিক চাহিদার ওপর অধিক জনসংখ্যার ৪ টি প্রভাব হলো ঃ** ক. খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। খ. বস্ত্রের অভাব দেখা দেয়। গ. বাসস্থানের অভাব দেখা দেয়। ঘ. সুচিকিৎসার অভাব দেখা দেয়।
৫.	জনসংখ্যা সমস্যা কী? এ সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন কেন? জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রুপান্তরের ৪ টি উপায় লেখ।
উঃ	একটি দেশে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জনসংখ্যা থাকলে তাকে জনসংখ্যা সমস্যা বলে। দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন। **জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রুপান্তরের ৪ টি উপায় হলো ঃ** ক. সকল নাগরিকের শিক্ষা নিশ্চিত করা। খ. দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান। গ. জনশক্তি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। ঘ. শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।
৬.	জনশক্তি রপ্তানি কী? জনশক্তি রপ্তানি প্রয়োজন কেন? জনশক্তি রপ্তানির ৪ টি সুফল লেখ।
উঃ	দক্ষ জনসম্পদ বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য প্রেরণ করাকে জনশক্তি রপ্তানি বলা হয়। পরিবারের আর্থিক চাহিদা পূরণ করে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করার জন্য জনশক্তি রপ্তানি প্রয়োজন। **জনসম্পদ বা জনশক্তি রপ্তানির ৪ টি সুফল হলোঃ** ক. জনসম্পদ রপ্তানির মাধ্যমে পরিবারের আর্থিক চাহিদা পূরণ হয়। খ. জনসম্পদ রপ্তানির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধি লাভ করে। গ. জনসম্পদ রপ্তানির মাধ্যমে জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। ঘ. জনসম্পদ রপ্তানির মাধ্যমে দেশের বেকারত্ব রোধ হয়।

খ।	সঠিক শব্দ দিয়ে শুণ্যস্থান পূরণ কর।		
১.	মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে -----।	১১.	দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য ----- শিক্ষার উন্নয়ন করতে হবে।
২.	বাংলাদেশের প্রায় ------- মানুষ গৃহহীন।	১২.	আমদানির তুলনায় ------ পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।
৩.	প্রতিবছর ---- লক্ষ মানুষ মোট জনসংখ্যার সাথে যুক্ত হচ্ছে।	১৩.	একটি দেশের ------ অন্যতম শর্ত হলো দক্ষ জনশক্তি।
৪.	সমাজের অগ্রগতিতে ------ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।	১৪.	আমাদের দেশে ------- তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্যা অনেক কম।
৫.	আমাদের মোট জনসংখ্যার ---- শতাংশ এখনও অক্ষরজ্ঞানহীন।	১৫.	বর্তমানে আমরা সকলের জন্য ----- উৎপাদন করতে সক্ষম।
৬.	- কারণে অনেক পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেন না।	১৬.	অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য বসতি স্থাপনের কারণে ------ পরিমাণ কমছে।
৭.	-------- কারণে অনেকে উপার্জন করতে পারে না।	১৭.	উপযুক্ত পোশাক না থাকায় অনেক শিশু ------ আসতে পারে না।
৮.	অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে ------- উপর ক্ষতির প্রভাব পড়ছে।	১৮.	নিরাপত্তা ও কাজের খোঁজে ------ মানুষ শহরে চলে আসে।
৯.	একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হলো দক্ষ ----।	১৯.	শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ------ গ্রহণ করতে হবে।
১০.	---- মাধ্যমেই মূলধন ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা সম্ভব।	২০.	দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমেই -- ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা সম্ভব।

উত্তরমালা ঃ

১.	পরিধেয় বস্ত্র।	১১.	কারিগরি
২.	১০ লক্ষ	১২.	রপ্তানির
৩.	প্রায় ৩০	১৩.	উন্নয়নের
৪.	শিক্ষা	১৪.	জনসংখ্যার
৫.	২৭.৭০	১৫.	খাদ্য
৬.	দরিদ্রতার	১৬.	কৃষি জমির
৭.	স্বাস্থ্যহীনতার	১৭.	বিদ্যালয়ে
৮.	পরিবেশের	১৮.	গৃহহীন
৯.	জনশক্তি	১৯.	পদক্ষেপ
১০.	দক্ষ জনশক্তির	২০.	মূলধন

বাম পাশের বাকাংশের সাথে ডান পাশের বাকাংশের মিল কর।

১।	বাম পাশের বাকাংশের সাথে ডান পাশের বাকাংশের মিল কর।		
ক.	অতিরিক্ত খাদ্য বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে	i	তাকে মৌলিক চাহিদা বলে।
খ.	শ্রমশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে আমরা	ii	দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সহায়তা করে।
গ.	কারিগরি প্রশিক্ষণ	iii	দেশের কৃষকগণ লাভবান হবেন।
ঘ.	সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য যেসব চাহিদা অপরিহার্য	iv	প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি।
ঙ.	একটি দেশে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জনসংখ্যা থাকলে	v	দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধি লাভ করে।
		vi	দেশের কৃষকগণ লাভবান হবেন।
		vii	তাকে জনসংখ্যা সমস্যা বলে।

২।	বাম পাশের বাকাংশের সাথে ডান পাশের বাকাংশের মিল কর।		
ক.	অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে	i	বেকারত্ব দূর করতে পারি।
খ.	শ্রমশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে আমরা	ii	দেশের বেকারত্ব রোধ হয়।
গ.	জনসম্পদ রপ্তানির মাধ্যমে	iii	পরিবারের আর্থিক চাহিদা পূরণ হয়।
ঘ.	জনসম্পদ রপ্তানির মাধ্যমে	iv	প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি।
ঙ.	জনসম্পদ রপ্তানির মাধ্যমে	v	দেশের কৃষকগণ লাভবান হবেন।
		vi	আমাদের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বাড়বে।
		vii	দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধি লাভ করে।

৩।	বাম পাশের বাকাংশের সাথে ডান পাশের বাকাংশের মিল কর।		
ক.	শ্রমশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে জনগণের জন্য	i	জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়।
খ.	বিদেশে কর্মরত ব্যক্তির উপার্জিত অর্থ	ii	দক্ষ জনশক্তি।
গ.	মূলত একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হলো	iii	পরিবারের আর্থিক চাহিদা পূরণ করে।
ঘ.	জনসম্পদ রপ্তানির মাধ্যমে	iv	আমাদের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বাড়বে।
ঙ.	দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য	v	দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধি লাভ করে।
		vi	কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারি।
		vii	জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন।

উত্তরমালা

(১) ঃ ক + iii, খ + iv গ + ii, ঘ + i, ঙ + vii
(২) ঃ ক + vi, খ + i, গ + ii, ঘ + iii, ঙ + vii
(৩) ঃ ক + vi, খ + iii, গ + ii, ঘ + i, ঙ + vii

ক।	সংক্ষেপে উত্তর দাও।		
১.	পরিবারের উপর অধিক জনসংখ্যার দুইটি প্রভাব লেখ।	৯.	স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে একজন চিকিৎসকের দুইটি ভূমিকা লেখ।
উ	পরিবারের উপর অধিক জনসংখ্যার দুইটি প্রভাব হলো ঃ ক. খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। খ. সবার জন্য বাসস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।	উত্তর	স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে একজন চিকিৎসকের দুইটি ভূমিকা হলোঃ ক. চিকিৎসককে তার সেবার মনোভাব নিয়ে সুলভ মূল্যে সেবা প্রদান করতে হবে। খ. প্রত্যেক চিকিৎসককে ধৈর্যসহকারে অধিক সংখ্যক রোগীর সেবা করতে হবে।
২.	সমাজের উপর অধিক জনসংখ্যার দুইটি প্রভাব লেখ।	১০.	আমরা কীভাবে আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধিতে মানবসম্পদকে ব্যবহার করতে পারি? দুইটি বাক্যে লেখ।
উ	সমাজের উপর অধিক জনসংখ্যার দুইটি প্রভাব হলো ঃ ক. অধিক জনসংখ্যার কারণে অনেক শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। খ.অধিক জনসংখ্যার কারণে অনেক মানুষ চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।	উত্তর	আমরা যেভাবে রপ্তানি বৃদ্ধিতে মানব সম্পদকে ব্যবহার করতে পারি তা নিচে দুইটি বাক্যে দেওয়া হলোঃ ক. দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমে শিল্পের প্রসার ঘটে। খ. শিল্পের প্রসার ঘটলে দেশের রপ্তানি বৃদ্ধিতে তা সহায়ক হবে।
৩.	পরিবেশের উপর অধিক জনসংখ্যার দুইটি প্রভাব লেখ।	১১.	আমাদের কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে কেন?
উ	পরিবেশের উপর অধিক জনসংখ্যার দুইটি প্রভাব হলো ঃ ক. মানুষ গাছপালা কেটে বাড়িঘর তৈরি করছে ফলে বনভূমি নষ্ট হচ্ছে। খ. অধিক ফসল ফলাতে গিয়ে জমিতে প্রচুর রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে পুকুর ও নদীর পানি দূষিত হচ্ছে।	উত্তর	অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও বসতি স্থাপনের কারণে আমাদের কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে।
৪.	মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর নাম লেখ।	১২.	কী কারণে আমাদের পরিবেশ ও জলবায়ুর উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে?
উ	মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো হলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা।	উত্তর	ভূগর্ভের পানি উত্তোলনের ফলে সামগ্রিকভাবে আমাদের পরিবেশ ও জলবায়ুর উপর প্রভাব পড়ছে।
৫.	গৃহহীন মানুষ শহরে চলে আসে কেন?	১৩.	আমাদের দেশে জনসংখ্যার তুলনায় কিসের সংখ্যা অনেক কম?
উ	নিরাপত্তা ও কাজের খোঁজে গৃহহীন মানুষ শহরে চলে আসে।	উত্তর	আমাদের দেশের জনসংখ্যার তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্যা অনেক কম।

৬.	ছিন্নমূল শিশুরা মানবেতর জীবন যাপন করে কেন?	১৪.	কী কারণে কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে?
উ	নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের অভাবে ছিন্নমূল শিশুরা মানবেতর জীবন যাপন করে।	উত্তর	অতিরিক্ত জনসংখ্যার বসতি স্থাপনের জন্য কষি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে।
৭.	আমাদের মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ মানুষ এখনও অক্ষরজ্ঞানহীন?	১৫.	সমাজে কীসের ওপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব পড়ে?
উ	আমাদের মোট জনসংখ্যার ২৭.৭০ শতাংশ এখনও অক্ষরজ্ঞানহীন।	উত্তর	সমাজে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব পড়ে।
৮.	বিদ্যালয় থেকে অনেক শিশু ঝরে পড়ে কেন?		
উ	দরিদ্রতা ও পরিবারকে কাজে সাহায্য করতে গিয়ে লেখাপড়া শেষ না করে অনেক শিশু বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়ে।		

অধ্যায় ঃ ৬ষ্ঠ (জলবায়ু ও দূর্যোগ)

ক। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন

১. জলবায়ু কী? জলবায়ু বদলে যাচ্ছে কেন? বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের ৪ টি প্রভাব বা ফলাফল লেখ।

উত্তরঃ সাধারণত ৩০-৪০ বছরের বেশি সময়ের আবহাওয়ার গড়কে জলবায়ু বলে।
মানবসৃষ্ট দূষণ ও বিশ্বে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার জন্য জলবায়ু বদলে যাচ্ছে।
জলবায়ু পরিবর্তনের ৪ টি প্রভাব বা ফলাফল হলোঃ
ক. গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
খ. অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হচ্ছে।
গ. ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ বেড়ে যাচ্ছে।
ঘ. বারবার ভয়াবহ বন্যা হচ্ছে।

২. নদী ভাঙ্গন কী? নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয় কেন? নদী ভাঙ্গনের ৪ টি মানবসৃষ্ট কারণ লেখ।

উত্তরঃ নদীর পাড় ভেঙ্গে স্থলভাগ বিলীন হয়ে যাওয়াকে নদী ভাঙ্গন বলে।
মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক কারণে অনেক সময় নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
নদী ভাঙ্গনের ৪ টি মানবসৃষ্ট কারণ হলো ঃ
ক. নদী থেকে বালি উত্তোলন।
খ. নদী তীরবর্তী গাছপালা কেটে ফেলা।
গ. নদীর গতিপথ পরিবর্তন করা।
ঘ. অপরিকল্পিত নদী শাসন।

৩. বন্যা কী? বন্যা হয় কেন? বন্যার ৪ টি ক্ষতিকর দিক লেখ।

উত্তরঃ বন্যা একটি প্রাকৃতিক দূর্যোগ। অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের কারণে বন্যা হয়।
বন্যার ৪ টি ক্ষতিকর দিক হলো ঃ
ক. বন্যার ফলে নদী ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়।
খ. বিশুদ্ধ পানির অভাবে বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ সৃষ্টি হয়।
গ. ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার ব্যাপক ক্ষতি হয়।
ঘ. বন্যার কারণে ক্ষেতের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪. খরা কী? খরা কেন হয়? খরার ৪ টি ক্ষতিকর প্রভাব লেখ।

উত্তরঃ দীর্ঘকালীন শুষ্ক আবহাওয়া ও অপর্যাপ্ত বৃষ্টি পাতের কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দূর্যোগকেই খরা বলে।
কোনো এলাকায় দীর্ঘকাল ধরে শুষ্ক আবহাওয়া ও অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত এবং অল্প সংখ্যক নদী থাকার কারণে খরা হয়।
খরার ৪ টি ক্ষতিকর প্রভাব হলো ঃ
ক. পুকুর, নদী, খাল ও বিল শুকিয়ে যায়।
খ. মাঠে ফসল ফলাতে কষ্ট হয়।
গ. গবাদি পশুর খাদ্য সংকট দেখা দেয়।
ঘ. খাবার পানির অভাব দেখা দেয়।

৫. ভূমিকম্প কী? বাংলাদেশ ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে কেন? ভূমিকম্পের ঝুঁকি মোকাবেলায় ৪ টি করণীয় লেখ।

উত্তরঃ ভূ-অভ্যন্তরে আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী কম্পনকে ভূমিকম্প বলে।
ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।
ভূমিকম্পের ঝুঁকি মোকাবেলায় ৪ টি করনীয় হলোঃ
ক. পুরোপুরি শান্ত থাকতে হবে। আতঙ্কিত হয়ে ছোটাছুটি করা যাবে না।
খ. বিছানায় থাকলে বালিশ দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতে হবে।
গ. কাঠের টেবিল বা শক্ত আসবাবপত্রের নিচে আশ্রয় নিতে হবে।
ঘ. পাকা দালান থাকলে বিমের পাশে দাঁড়াতে হবে।

৬. দুর্যোগ কী? দুর্যোগের পূর্বাভাস জানা কেন প্রয়োজন? দুর্যোগ পরবর্তী ৪ টি করণীয় লেখ।

উত্তরঃ দুর্যোগ একটি মারাত্মক পরিস্থিতি, যা প্রাণী বা পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে।
দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য দুর্যোগের পূর্বাভাস জানা প্রয়োজন।
দুর্যোগের পরবর্তী ৪ টি করণীয় হলোঃ
ক. রাস্তা-ঘাটের উপর উপরে পড়া গাছপালা দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে যাতে দ্রুত যোগাযোগ সম্ভব হয়।
খ. আশ্রয় কেন্দ্র থেকে বাড়ি ফিরতে হবে।
গ. অতি দ্রুত উদ্ধার দল নিয়ে বিভিন্ন স্থানে আটকে পড়া লোকদের উদ্ধার করতে হবে।
ঘ. পুকুর বা নদীর পানি ফুটিয়ে পান করতে হবে।

ক। সংক্ষেপে উত্তর দাও।

১. তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পরিবেশের কী ক্ষতি হয় দুইটি বাক্যে লেখ।

উত্তর তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পরিবেশের কী ক্ষতি হয় তা দুইটি বাক্যে নিচে দেওয়া হলোঃ
ক. তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পৃথিবীর দুই মেরুর বরফ গলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যায়।
খ. সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে গেলে নদীর মোহনায় কৃষি জমিতে লবনাক্ত পানি প্রবেশ করে।

২. আবহাওয়া কাকে বলে?

উত্তর কোনো স্থানের স্বল্প সময়ের গড় তাপমাত্রা ও গড় বৃষ্টিপাতকে আবহাওয়া বলে।

৩. নদীর পাড় রক্ষায় কোন প্রতিষ্ঠান কাজ করে?

উত্তর নদীর পাড় রক্ষায় পানি উন্নয়ন বোর্ড কাজ করে।

৪. দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের কোন সংস্থা কাজ করে?

উত্তর দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় কাজ করে।

৫. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি রয়েছে কেন?

উত্তর প্রাকৃতিক অবস্থান এবং জলবায়ুর কারণে বাংলাদেশে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্পের মতো নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি রয়েছে।

৬. ২০০৭ সালে কোন ঘূর্ণিঝড়টি বাংলাদেশে আঘাত আনে?

উত্তর ২০০৭ সালে সিডর ঘূর্ণিঝড়টি বাংলাদেশে আঘাত আনে।

৭. বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের দুইটি কারণ উল্লেখ কর।

উত্তর বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের দুইটি কারণ হলোঃ
ক. ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশের জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে।
খ. অধিকহারে বৃক্ষ নিধনের কারণে জলবায়ু পরিবর্তণ হচ্ছে।

৮. দুর্যোগের দুইটি প্রাকৃতিক কারণ উল্লেখ কর।

উত্তর দুর্যোগের দুইটি প্রাকৃতিক কারণ হলোঃ
ক. প্রাকৃতিক বা ভৌগলিক অবস্থান। খ. জলবায়ুগত অবস্থা।

৯. দুর্যোগের দুইটি মানবসৃষ্ট কারণ উল্লেখ কর।

উত্তর দুর্যোগের দুইটি মানবসৃষ্ট কারণ হলোঃ
ক. অধিকহারে বৃক্ষ নিধন। খ. শিল্প কারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়া।

১০. নদী ভাঙ্গনের দুইটি মানবসৃষ্ট কারণ উল্লেখ কর।

উত্তর নদী ভাঙ্গনের দুইটি মানবসৃষ্ট কারণ হলোঃ
ক. নদী থেকে বালি উত্তোলন।
খ. নদী তীরবর্তী গাছপালা কেটে ফেলা।

১১. নদী ভাঙ্গনের ফলে কী হয়?

উত্তর নদী ভাঙ্গনের ফলে আমাদের মূল্যবান কৃষি জমি, বাড়িঘর, সড়ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাট-বাজার বিলীন হয়ে যায়। ফলে আমাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১২. বন্যার প্রভাবে কী হয় দুইটি বাক্যে লেখ।

উত্তর বন্যার প্রভাবে কী হয় দুইটি বাক্যে নিচে লেখা হলোঃ
ক. বন্যার প্রভাবে নদী ভাঙ্গন হয়।
খ. বন্যার প্রভাবে খাদ্য সংকট দেখা দেয়।

১৩. খরার দুইটি মানবসৃষ্ট কারণ লেখ।

উত্তর খরার দুইটি মানবসৃষ্ট কারণ হলোঃ
ক. গাছা কেটে ফেলা
খ. কলকারখানার মাধ্যমে বায়ু দূষণের ফলে তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং পরিবেশ শুষ্ক হয়ে যায়।

১৪. খরার ফলাফল দুইটি বাক্যে লেখ।

উত্তর খরার ফলাফল দুইটি বাক্যে নিচে দেওয়া হলোঃ
ক. পুকুর, নদী ও খাল-বিল শুকিয়ে যায়।
খ. মাঠে ফসল ফলাতে কষ্ট হয়।

১৫. বড় ধরনের ভূমিকম্পের দ্বিতীয় ঝুঁকি হিসেবে কী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে?

উত্তর বড় ধরনের ভূমিকম্পের দ্বিতীয় ঝুঁকি হিসেবে সুনামি ও বন্যা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

১৬. বাংলাদেশের ৪ টি দুর্যোগের নাম লেখ।

উত্তর বাংলাদেশের ৪ টি দুর্যোগের নাম হলো ঃ বন্যা, খড়া, ভূমিকম্প, নদীভাঙ্গন।

অধ্যায় ঃ ৭ম (মানবাধিকার)

ক।	কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন
১.	মানবাধিকার কী? মানবাধিকার রক্ষা করা প্রয়োজন কেন? মানবাধিকার রক্ষার ৪ টি উপায় লেখ।
উত্তরঃ	জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স, নারী-পুরুষ, আর্থিক অবস্থাভেদে বিশ্বের সব দেশের সকল মানুষের সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারকে মানবাধিকার বলে। বিশ্বের সব দেশের সকল মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য মানবাধিকার প্রয়োজন। মানবাধিকার রক্ষার ৪ টি উপায় হলোঃ ক. সকলকে মানবাধিকার রক্ষায় সচেতন করা। খ. মানবাধিকার বিরোধী কাজ দেখলে প্রতিরোধ করা। গ. প্রয়োজনে মানবাধিকার রক্ষায় আন্দোলন করা। ঘ. নিজে মানবাধিকার বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকা।

২.	'মানবাধিকার সার্বজনীন ঘোষণাপত্র' জাতিসংঘ কর্তৃক কবে স্বীকৃতি লাভ করে? ৫ টি মৌলিক মানবাধিকার উল্লেখ কর।
উত্তরঃ	'মানবাধিকার সার্বজনীন ঘোষণাপত্র' জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৪৮ সালের ১০ ই ডিসেম্বর স্বীকৃতি লাভ করে। ৫ টি মৌলিক মানবাধিকার হলোঃ ক. মানুষ জন্মগত স্বাধীন। খ. স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার। গ. সমাজে সবার সমান মর্যাদার অধিকার। ঘ. শিক্ষা গ্রহণের অধিকার। ঙ. প্রত্যেকের নিরাপত্তা লাভের অধিকার।
৩.	অটিজম কী? অটিস্টিক শিশুর সাথে ভালো ব্যবহার করবে কেন? বিদ্যালয়ে অটিস্টিক বন্ধুদের সাহায্য করার ৪ টি উপায় লেখ।
উত্তরঃ	শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশগত সমস্যাই হচ্ছে অটিজম। অটিস্টিক শিশুর নিজের মতো থাকার অধিকার আছে। তাই অটিস্টিক শিশুর সাথে ভালো ব্যবহার করব। বিদ্যালয়ে অটিস্টিক বন্ধুদের সাহায্য করার ৪ টি উপায় হলোঃ ক. তাকে উত্তেজিত না করা। খ. তাকে লেখাপাড়ায় সাহায্য করা। গ. যে জিনিসের প্রতি আগ্রহী তাকে সেটি দেওয়া। ঘ. তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা।
৪.	অটিস্টিক শিশুর ৬ টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
উত্তরঃ	অটিস্টিক শিশুর ৬ টি বৈশিষ্ট্য হলোঃ ১. অটিস্টিক শিশু শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ। ২. কোনো কোনো অটিস্টিক শিশু অন্য শিশুদের মতোই লেখাপড়া করতে পারে। ৩. তারা আলো, শব্দ, গতি স্পর্শ, ঘ্রাণ বা স্বাদের ক্ষেত্রে অতিসংবেদনশীল থাকে। ৪. কোনো কোনো অটিস্টিক শিশু চমৎকার প্রতিভার অধিকারী হয়। যেমন- ছবি আঁকা, অংক ইত্যাদি। ৫. সকল কাজ বা বিষয় একই নিয়মে করতে চায়। ৬. কোনো একটি বিশেষ জিনিসের প্রতি প্রবল আকর্ষণ থাকে এবং সেটি সব সময় সাথে রাখে।
৫.	শিশু শ্রম কী? শিশুশ্রম রোধ করা প্রয়োজন কেন? শিশুশ্রমের ৪ টি ক্ষতিকর দিক লেখ।
উত্তরঃ	শিশুকে দিয়ে শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন মূলক কাজ করাই হলো শিশুশ্রম। শিশুর মানবাধিকার রক্ষায় শিশুশ্রম রোধ করা প্রয়োজন। শিশুশ্রমের ৪ টি ক্ষতিকর দিক হলোঃ ১. শিশু শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। ২. এতে শিশুর অধিকার লঙ্ঘিত হয়। ৩. শিশু শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৪. শিশুশ্রমের কারণে অনেক শিশু মারাও যায়।

৬.	শিশু পাচার কী? এটি কোন ধরণের অপরাধ? শিশু অধিকার লঙ্ঘনের ৪ টি উদাহরণ দাও।
উত্তরঃ	অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিশুদের বিদেশে পাচার করে দেওয়াকে শিশু পাচার বলে। শিশু পাচার হলো একটি মানবাধিকার বিরোধী কাজ। শিশুর অধিকার লঙ্ঘনের ৪ টি উদাহরণ হলোঃ ১. অনেক শিশু তাদের পরিবারের অসচ্ছলতার কারণে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। ২. অনেক শিশু খেতে-খামারে, ইটের ভাটায়, দোকানে কাজ করে। ৩. পরিবারের সামর্থ না থাকায় অনেক শিশু গৃহহীন। ৪. অনেক সময় সামান্য কারণে বা বিনা কারণে শিশুদের শারীরিক নির্যাতন করা হয়।
৭.	নারী ও শিশু পাচার বন্ধ হওয়া প্রয়োজন কেন? এ সম্পর্কে ৫ টি বাক্য লেখ।
উত্তর	নারী ও শিশু পাচার মানবাধিতার বিরোধী কাজ বলে এটি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। এ সম্পর্কে ৬ টি বাক্য হলোঃ ১. মানবাধিকার বাস্তবায়নের জন্য। ২. নারী ও শিশুদের নিরাপত্তার জন্য। ৩. ঝুঁকিপূর্ণ ও অমানবিক কাজ বন্ধ করার জন্য। ৪. সুন্দর জীবন যাপনের জন্য। ৫. নারী ও শিশুদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। ৬. অভিভাবকদের সন্তান হারানোর কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য।

খ।	সঠিক শব্দ দিয়ে শুণ্যস্থান পূরণ কর।		
১.	জাতিসংঘ ------- সালের ১০ ই ডিসেম্বর মানুষের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে অনুমোদন করছে মানবাধিকার সার্বজনীন ঘোষণাপত্র।	১২.	পরিবারের ---------- না থাকায় শহরের অনেক শিশু গৃহহীন।
২.	সকল সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারগুলো হচ্ছে ----------।	১৩.	অনেক সময় শিশুদের ---------- পাচার করে দেওয়া হয়।
৩.	আমরা সবার ---------- রক্ষায় কাজ করব।	১৪.	---------- রক্ষায় আমাদের সচেতন হতে হবে।
৪.	মানবাধিকার বিরোধী কাজ করলে প্রয়োজনে ---------- করব।	১৫.	মেয়েরা ছেলেদের মতো ---------- সুযোগ পায় না।
৫.	প্রতিটি ------- একে অপরের থেকে আলাদা।	১৬.	কাজের ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের মতো সমান ----- পায় না।
৬.	অটিস্টিক শিশুরা -------- সমস্যায় আক্রান্ত।	১৭.	আমাদের উচিত মেয়েদের সমান -------- রক্ষায় কাজ করা।
৭.	---------- কোনো মানসিক রোগ নয়।	১৮.	নারী ও শিশুদের বিদেশে ---------- করা হয়।
৮.	অটিস্টিক শিশুদের ------- দলে কাজ করতে অসুবিধা হয়।	১৯.	অনেক সময় ---- কারণে কাজে সহায়তাকারী মেয়েকে নির্যাতন করা হয়।
৯.	আমাদের সবার উচিত -------- থাকা।	২০.	বাড়িতে কাজে ------- যথাযথ পারিশ্রমিক, খাবার ও স্বাস্থ্যসেবা পায় না।
১০.	অনেক শিশু আমাদের পরিবারের --- কারণে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত।	২১.	কোনো কোনো অটিস্টিক শিশু ------- প্রতিভার অধিকারী হয়।
১১.	বাংলাদেশে ------- কম বয়সী শিশুদের জন্য শ্রম বেআইনি।		

উত্তরমালা ঃ

১.	১৯৪৮	৮.	দলে	১৫.	শিক্ষার সমান
২.	মানবাধিকার	৯.	মিলেমিশে	১৬.	পারিশ্রমিক
৩.	মানবাধিকার	১০.	অসচ্ছলতার	১৭.	অধিকার
৪.	প্রতিবাদ	১১.	১৮ বছরের	১৮.	পাচার
৫.	শিশুই	১২.	সামর্থ্য	১৯.	সামান্য
৬.	অটিজম	১৩.	বিদেশে	২০.	সহায়তাকারীরা
৭.	অটিজম	১৪.	মানবাধিকার	২১.	চমৎকার

“বাসায় থাকি করোনা থেকে দূরে থাকি।” “বারবার সাবান দিয়ে হাত ধুবে।”

ক।	সংক্ষেপে উত্তর দাও।		
১.	শিশু অধিকার লঙ্ঘনের দুইটি উদাহরণ দাও।	৯.	কোন ধরনের শিশুদের দলীয় কাজ করতে সমস্যা হয়?
উত্তর	শিশু অধিকার লঙ্ঘনের দুইটি উদাহরণ হলোঃ ১. ১৮ বছরের নিচে কোনো শিশুকে শিশুশ্রমে নিয়োগ করা। ২. শিশুদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা।	উত্তর	অটিস্টিক শিশুদের দলীয় কাজ করতে সমস্যা হয়।
২.	নারী অধিকার লঙ্ঘনের দুইটি উদাহরণ দাও।	১০.	অটিজম কী ধরনের সমস্যা?
উত্তর	নারী অধিকার লঙ্ঘনের দুইটি উদাহরণ হলো ঃ ১. শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের ছেলেদের ন্যায় সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা। ২. চাকরি ক্ষেত্রে মেয়েদের ছেলেদের ন্যায় সমান মজুরি না দেওয়া।	উত্তর	অটিজম মস্তিষ্কের একটি বিকাশগত সমস্যা।
৩.	মানব পাচার বলতে কী বুঝ?	১১.	মানবাধিকর রক্ষায় একটি করণীয় লেখ।
উত্তর	কোনো ধরনের অর্থনৈতিক কাজে ব্যবহার কিংবা যেকোনো অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষত নারী ও শিশুদেরকে বিদেশে পাচার করাকে মানব পাচার বলে। মানব পাচার অতি গর্হিত ও মানবতাবিরোধী কাজ।	উত্তর	মানবাধিকর রক্ষায় একটি করণীয় হলো - মানবাধিকার রক্ষায় সকলকে সচেতন করব।
৪.	অটিজম ছাড়া মানুসের আচরণে আর কী কী তারতম্য থাকতে পারে দুইটি বাক্যে লেখ।	১২.	বাংলাদেশে শিশু শ্রমের বয়স সীমা কত?
উত্তর	অটিজম ছাড়া মানুসের আচরণে আর কী কী তারতম্য থাকতে পারে দুইটি বাক্যে নিচে দেওয়া হলোঃ ১. কেউ ধৈর্যশীল আবার কেউ অস্থির প্রকৃতির হতে পারে। ২. কেউ মিশুক প্রকৃতির আবরা কেউবা একা থাকতে ভালোবাসে।	উত্তর	বাংলাদেশে শিশু শ্রমের বয়স সীমা ১৮ বছর।
৫.	শিশুশ্রমে যুক্ত না হয়ে জ্ঞান অর্জন করলে কীভাবে একটি শিশু বেশি লাভবান হতে পারে তা দুইটি বাক্যে লেখ।	১৩.	অনেক শিশু শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় কেন?
উত্তর	শিশুশ্রমে যুক্ত না হয়ে জ্ঞান অর্জন করলে কীভাবে একটি শিশু বেশি লাভবান হতে পারে তা দুইটি বাক্যে নিচে দেওয়া হলোঃ ১. একটি শিশুর মধ্যকার সুন্দর গুণগুলো বিকশিত হবে। ২. তার যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	উত্তর	পরিবারের অসচ্ছলতার কারণে অনেক শিশু শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।
৬.	নারী ও শিশু পাচার বন্ধ হওয়া প্রয়োজন কেন তা দুইটি বাক্যে লেখ।	১৪.	বাড়ির কাজে সহায়তাকারীদের প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত?
উত্তর	নারী ও শিশু পাচার বন্ধ হওয়া প্রয়োজন কেন তা দুইটি বাক্যে নিচে দেওয়া হলো ঃ ১. নারী ও শিশু পাচার অনৈকিত ও অমানবিক কাজ। ২. পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের কল্যাণে এবং মানবাধিকার রক্ষায় নারী ও শিশু পাচার বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।	উত্তর	বাড়ির কাজে সহায়তাকারীদের প্রতি আমাদের আচরণ সদয় হওয়া উচিত।
৭.	বাড়িতে কাজে সহায়তাকারীর প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত তা দুইটি বাক্যে লেখ।	১৫.	কী কারণে অটিস্টিক শিশুরা কোনো বিশেষ ধরণের কাপড় পরতে চায় না?
উত্তর	বাড়িতে কাজে সহায়তাকারীর প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত তা নিচে দুইটি বাক্যে দেওয়া হলোঃ ১. তাদের পরিবারের সদস্য ভাবা উচিত। ২. তাদের সাথে কোনোরুপ খারাপ আচরণ করা উচিত নয়।	উত্তর	সংবেদনশীল ত্বকের কারণে অটিস্টিক শিশুরা কোনো বিশেষ ধরণের কাপড় পরতে চায় না।
৮.	কত তারিখে মানবাধিকার সার্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুমোদিত হয়?	উত্তর	১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর মানবাধিকার সার্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুমোদিত হয়।